# কৃষি সুপারিশ

**১৩-১৫ই মার্চ ২০২৩ (২৮-৩০ শে ফাল্গুন , ১৪২৯)**

**আলু :** গাছের কান্ড ও পাতার রং ৫০% -৭০% হলদে হলে ফসল তুলুন। আলু মাঠ থেকে তোলার পর ছায়া যুক্ত জায়গায় ১০ দিন স্তুপাকারে রাখুন। স্তুপের উচ্চতা ১.০ -১.৫ মিটার ও চওড়া ৩-৫ মিটার রাখতে হবে।আলুর বীজ রাখার জন্য আলু তোলার অন্তত ১৫ দিন আগে মাটির উপরের সবুজ অংশ কেটে দিন (কুফরী চন্দ্রমুখীর ক্ষেত্রে ৭০ দিনে ও কুফরী জ্যোতির ক্ষেত্রে ৮৫ দিনে কান্ডের গোড়া কাটুন) এবং ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম অথবা ব্লাইটক্স ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে কাটা অংশে স্প্রে করুন।

**বোরো ধান :**রোয়ার ১৫ দিন পরে প্রথম চাপানে ইউরিয়া ৫৭ কেজি ও থোড় মুখে দ্বিতীয় চাপানে ইউরিয়া ২৮.৫ কেজি ও মিউরেট অফ পটাশ ৮ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে একরে ৮ কেজি সালফার প্রয়োজন, সুপার ফসফেট ব্যবহার করলে আলাদাভাবে সালফারের প্রয়োজন নেই। জিঙ্কের অভাব জনিত এলাকায় একরে ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট মূলসার বা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যায়। মাটির পরিবর্তে পাতায় প্রয়োগ করতে হলে রোয়ার ১ মাস ও ১.৫ মাস পরে প্রতি লিটার জলে ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করতে হবে।ধানের বাদামীশোষক পোকা আক্রান্ত এলাকার ৮ সারি অন্তর এক সারি ফাঁকা রাখতে হবে তাহলে পরবর্তি কালে পোকার উপদ্রব হলে পরিচর্যা ও ওষুধ প্রয়োগ করতে এবং পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধা হবে।

মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া যখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৯০ ভাগ, রাতের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সে বা তারও কম থাকে তাহলে ঝলসা রোগের আক্রমণ দেখা দেয় ও এই রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ধানের পাতায় ছোট ছোট বাদামী বর্ণের মাকুর মত দাগ দেখা যায় ও দ্রুত ঐ দাগগুলি মিশে বড় দাগে পরিণত হয়। পরে পুরো পাতাটাই শুকিয়ে যায়। ফুল আসার পরে শীষের নিচের গাঁটে এই রোগের আক্রমণ হলে ঐ জায়গাটি কালো হয়ে পচে যায় ও আক্রান্ত জায়গায় শীষটি ভেঙ্গে যায়, ফলে ধান চিটে হয়ে যায়। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাইসাক্লাজোল ০.৫ গ্রাম অথব আইসোপ্রোথিওলেন ১ মিলি অথবা কাসুগামাইসিন ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

**তিল :** তিল চাষের জন্য বীজ সংগ্রহ করুন।উন্নত জাত, তিলোত্তমা (বি-৬৭), রমা, কৃষ্ণা ইত্যাদি ।

**বীজের হার** : প্রতি হেক্টরে, ছিটিয়ে বুনলে ৬-৭ কেজি ও সারিতে বুনলে ৫-৬ কেজি।**বীজ শোধন** : থাইরাম (৭৫%) বা ম্যানকোজেব (৭৫%) ৩ গ্রাম বা কার্বেন্ডাজিম (৫০%) ২ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে একটি মুখবন্ধ পাত্রে ১০ -১৫ মিনিট মিশিয়ে নিন।**বীজ বোনা**বীজ হালকা বলে খানিকটা মাটি মিশিয়ে নিন। বীজ যেন ৩-৪ সেমির বেশী গভিরে না যায়।**সার প্রয়োগ**:আলু বা সব্জী চাষর পর মাটিতে যথেষ্ট সার থাকায় কোনো সারের প্রয়োজন নেই।অন্য জমিতে জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি জৈবসার ৫ টন,অ্যাজোফস ১৫ কেজি প্রয়োগ করুন এবং রাসায়নিক সার অসেচ এলাকায় হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি হারে নাইট্রোজেন,ফসফেট। ও পটাশ মাটিতে মিশিয়ে দিন। সেচ এলাকায়, তিলোত্তমা জাতের জন্য ৩০ কেজি নাইট্রোজেন,৩০ কেজি ফসফেট,১৫কেজি পটাশ এবং রমা জাতের জন্য ৪০ কেজি নাইট্রোজেন,৪০ কেজি ফসফেট,২০কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

**সূর্যমূখী :** এই ফসলে গোড়া পচা রোগ হয়। এই রোগে গাছের গোড়া পচে গিয়ে গাছ ঢলে পরে। রোগের লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হারে কপার অক্সিক্লোরাইড গুলে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে। এছাড়া সূর্যমুখীর মাথা পচা রোগ হয়। এই রোগ হলে আক্রান্ত গাছের ফুলের পেছনে বোঁটা লেগে থাকা অংশে প্রথমে সাদা তুলোর মতো ও পরে কালচে ছত্রাক দেখা যায়। ফুল ফোটার সময়ে প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

**গম**সঠিক সময়ে সেচ দিলে গমের ফলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। গমে তৃতীয় সেচ ফুল আসার সময় ও চতুর্থ সেচ দানা নরম থাকা অবস্থায় দিতে হবে।

**চীনবাদাম-** জল নিকাশী সুবিধাযুক্ত বেলে দো-আঁশ বা দো আঁশ মাটি উপযুক্ত। উন্নত জাত- জে.এল২৪, এমএইচ-২, আই.সি.জি.এস.-১১, টি.এ.জি.-২৪, জে-১৮ ইত্যাদি। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে একর প্রতি ২৫-৩৫ কেজি খোসা ছাড়ানো বীজ এবং এমএইচ-২ উন্নত জাতটির জন্য ৫০ কেজি খোসা ছাড়ানো বীজ থাইরাম ৭৫% বা ক্যাপটান ৫০% ২-২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করে বুনতে হবে। বীজ শোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজের সঙ্গে একরে ৪০০ গ্রাম রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। শেষ চাষে সেচ সেবিত এলাকায় একরে নাইট্রোজেন-৮ কেজি, ফসফেট ২৪ কেজি ও পটাশ ৩২ কেজি মেশাতে হবে।

**মুগ-** জল নিকাশী সুবিধাযুক্ত বেলে দো-আঁশ বা দো আঁশ মাটি উপযুক্ত। মুগ মাঝারি লোনা সহনশীল। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) ২.৫-৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ শোধনের জন্য ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা থাইরাম ৭৫% ২ গ্রাম বা ক্যাপটান৭৫% ২ গ্রাম মেশাতে হবে। বীজ বোনার অন্তত ৭ দিন আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে এবং বীজ বোনার ঠিক পূর্বে বীজ শোধন করতে হবে।

মুগের উন্নত জাত- সোনালি, পান্না (বি-১০৫), সম্রাট (পি.ডি.এম-৮৪-১৩৯), বাসন্তী (পি.ডি.এম-৮৪-১৪৩) প্রভৃতি।একর প্রতি মূলসার লাগবে- নাইট্রোজেন-৮ কেজি, ফসফেট ১৬ কেজি ও পটাশ ১৬কেজি। এই জন্য বিঘা প্রতি (৩৩ শতকে) ইউরিয়া ৫৭৫ কেজি, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৩৩.২৫ কেজি ও ৯ কেজি মিউরেট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। চাপান সার লাগবে না।

**আখ:** রোগ পোকা যেমন, লাল ডোড়া ধ্বসা, ছিপটি ভূসা, ঢলে পড়া রোগ এবং জাব ছিদ্রকারী পোকা, মাজরা পোকা, শোষক পোকার আক্রমনের প্রতি লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। দ্বিতীয় চাপান সার হিসাবে আখ বসানোর ৯০ দিন পর ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে মিশিয়ে দিন ও গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে ভেলী বেঁধে দিন এবং সেচ দিন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

**কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর**

পক্ষে

**যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা(জনসংযোগ,সম্প্রচারওতথ্য), পশ্চিমবঙ্গ**